ভোরের কাগজ

তারিখ ... OCT ... 17 1999 ... ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ .....

ইংরেজি সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে

বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সামগ্রিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার মান দিন দিন দ্রুত কমে আসছে। এই অবস্থার উন্নয়নকল্পে মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমানে যে সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে চালু করা হয়েছে, তা যথার্থ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। তাই এর সিলেবাস, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতিও আন্তর্জাতিক মানের হওয়া উচিত।

বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজির যে সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে, তা যথার্থ নয় বলে কেউ কেউ মন্তব্য করছেন। তাদের যুক্তি হলো, এ সিলেবাসে গ্রামার শেখার কোনো সুযোগ নেই। তাই ইংরেজি বিষয়ের জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হবে না। যারা এরূপ মন্তব্য করছেন, তাদের ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি শিক্ষাদান বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকলে এ রকম ভাবতেন না। আগের সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি ছিল মুখস্থনির্ভর। ঐ পদ্ধতিতে যেকোনো শিক্ষার্থী পড়ালেখা না করে গাইড বই মুখস্থ কিংবা নকল করে পরীক্ষায় সহজেই পাস করে যেতো। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতে সেই সুযোগটি নেই। আগে ইংরেজি শিক্ষকের তেমন বেশি পরিশ্রম করার দরকার হতো না। তিনি অনায়াসেই পাঠদানে ফাঁকি দিতে পারতেন। ইংরেজি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী না হয়েও ইংরেজি শিক্ষক হওয়ার সুবিধা ও সম্মান ভোগ করতে পারতেন। এখন সেই সুযোগটি নেই।

বর্তমান পদ্ধতিতে গ্রামার শেখার যথেষ্ট সুযোগ আছে। সেটি নির্ভর করবে শিক্ষকের ওপর। শিক্ষককে হতে হবে ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শী। তাকে হতে হবে কঠোর পরিশ্রমী, দায়িত্বশীল ও পড়ুয়া। তিনি নিজেই হবেন ইংরেজি গ্রামার। বর্তমান পদ্ধতির সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ রয়েছে, তিনিই জানেন এ ব্যবস্থায় গ্রামারের কোনো অংশই বাদ যাবে না। ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে হলে গ্রামার এড়িয়ে চলা যায় না। অর্থাৎ বর্তমান পদ্ধতির সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে ইংরেজি শিক্ষক ও তার শিক্ষার্থীর একমাত্র লক্ষ্য হবে ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করা। এ লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ে উক্ত পদ্ধতিতে ইংরেজি শিক্ষাদানের জন্য প্রকৃত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষক আছে কি?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান পদ্ধতির সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা পদ্ধতিতে ইংরেজি বলা ও শোনার মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। অথচ তা ভাষা শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ। পরীক্ষা পদ্ধতিতে ইংরেজি বলা ও শোনার মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি আগ্রহী হচ্ছে না এবং শিক্ষকরাও এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করছেন না। এদিক দিয়ে বাংলাদেশে ইংরেজি সিলেবাস এবং ইংরেজি শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে।

মোঃ মোজাক্কেরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)
হাশিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।